447

তারিখ ... FEB 16 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বাংলার বাণী

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪০৫ Tuesday 16 February 1999

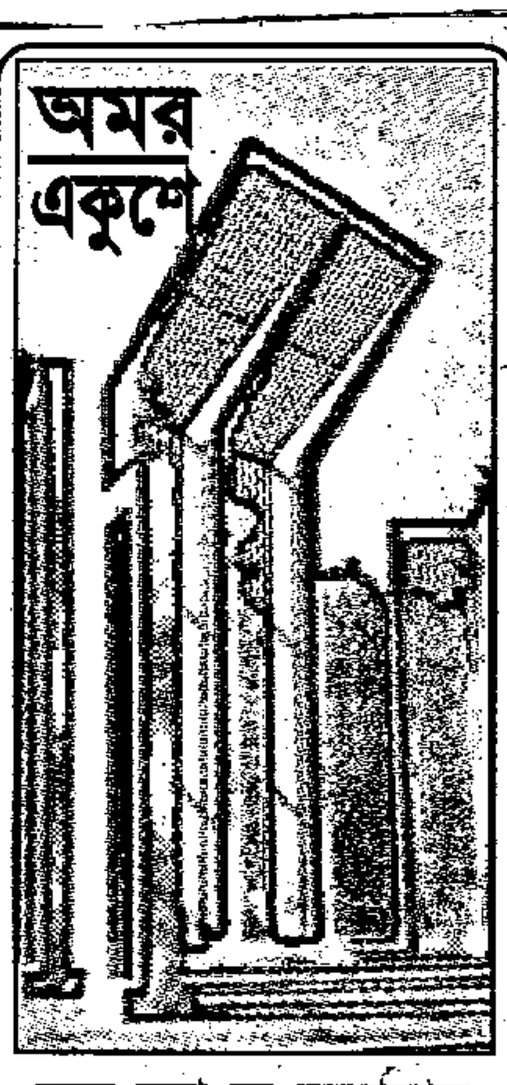




# বুক ব্যাংক সমাচার

হালিম আজাদ ॥ বুক ব্যাংক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধীন বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যান ব্যাইজ) গ্রন্থাগারের একটি বিভাগ। বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিপুল বই-পুস্তক, বুকলেট, বুলেটিনই হচ্ছে বুক ব্যাংক গ্রন্থাগারের প্রাণ। প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে কঠোর মনোভাবের কারণে বুক ব্যাংক গ্রন্থাগার একটা পর্যায়ে এসে স্থির হয়ে আছে। সামনের দিকে এগুতে পারছে না। উন্নয়ন ঘটছে না প্রকল্পটির কার্যক্রমে। অথচ বুক ব্যাংক গ্রন্থাগার এদেশের হাজার হাজার উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী, বিপুল সংখ্যক গবেষক, বিদেশী গবেষক ছাত্রদের গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিশয় সহায়তাকারী একটি সংস্থা। প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন এবং মাসে গড়ে ৬ হাজার অধ্যয়নকারী গ্রন্থাকারে অধ্যয়ন করছে। বছরে বুক ব্যাংকে প্রায় ৮০ হাজার ছাত্রছাত্রী গবেষক ও বিদেশী শিক্ষানুরাগীরা তথ্য ও পরিসংখ্যান সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে, গবেষণায়, অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা যখন প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য সংকটে পড়ে -তখন তারা দৌড়ে আসেন এখানে। ব্যুরোতে গতকাল সোমবার এ প্রতিবেদক বুক ব্যাংকের বিষয়ে অনুসন্ধানকালে জানতে চান, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রকল্পের প্রতি খুব একটা সুদৃষ্টি নেই। প্রতিবছর গ্রন্থাগারটির জন্য বই ক্রয়ের যে চাহিদা থাকে, এর ১০ ভাগ বইও ক্রয় করা হয় না। মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন মহল থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ের আমলাদের চোখে এই প্রকল্পের মূল্যায়ন হচ্ছে "অপ্রয়োজনীয় খাত"।

১১ পৃষ্ঠায় ১-এর কলামে

# অমর একুশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্র জানায়, বর্তমান অর্থ বছরে (১৯৯৮-৯৯) বই কেনার জন্য কোন টাকাই বরাদ্দ করা হয়নি। উপরন্তু কোন কোন আমলাদের পরামর্শে এবং তাদের লেখা পরিপত্রের সারকথাকে ভিত্তি করে সরকারের "জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন" বুক ব্যাংক গ্রন্থাগারসহ ব্যান ব্যাইজকে অর্থাৎ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করেছে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এই ব্যুরোটিকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের তালিকায় যুক্ত করে এটিকে বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। সূত্র মতে, তিন বছর আগে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন এই পরামর্শ দেয়ার পর থেকেই দেশের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই গ্রন্থাগারটির বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ কমতে থাকে। অবশেষে চলতি বছরে গ্রন্থাগারকে বই ক্রয়ের জন্য একেবারেই বরাদ্দ দেয়া হয়নি। সূত্র জানায়, বুক ব্যাংকে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের তথ্য ও পরিসংখ্যান সহায়তা নিতে এসে অসংখ্য বিদেশী বাংলা ভাষা লিখতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, গ্রন্থাগারের শতকরা ৫০ ভাগ বইপুস্তক বাংলা ভাষায়। সঠিক তথ্য আয়ও করার জন্য অন্য ভাষার লোকজন বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে উৎসাহ ও ভাষা শিক্ষার প্রেমে পড়ে যায়। এইভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষারও প্রসার ঘটছে।

বুক ব্যাংক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সুলতান আহমদ এ প্রতিবেদককে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে বলেন, ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গ্রন্থাগারের অধীনে বুক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বয়স হচ্ছে একুশ বছর। গ্রন্থাগারের একুশ বছরে প্রায় ২৫ হাজার পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে। সব বই শিক্ষা সংক্রান্ত। এর মধ্যেকার বিদেশী বই হচ্ছে শতকরা ৩০ ভাগ। অন্যান্য দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান বিষয়ের বই এদেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী গবেষকরা তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করছে। শতকরা ৮০ ভাগ বই উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রের। এর মধ্যেকার ৬০ ভাগ বই, বুকলেট হচ্ছে পাঠ্যসূচী বিষয়ে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেকার যারা এই গ্রন্থাগারে আসে তাদের সিংহভাগই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। এছাড়া সরকারী বেসরকারী শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রায় সব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ইনস্টিটিউটের উৎসাহীরা এ গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব ব্যাংকসহ বিদেশী সাহায্যদাতাগোষ্ঠীসহ বিপুল অংশের লোকজন এই বুক ব্যাংকে তথ্যের জন্য ছুটে আসে। জাতীয় সংসদ থেকে বছরের প্রায় সব মাসেই এই গ্রন্থাগার থেকে পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী চেয়ে চাহিদাপত্র আসে।

বই ক্রয়ের ও সংগ্রহের বিষয়ে তথ্য জানাতে গিয়ে সুলতান আহমদ জানান, সারা বছর ধরে যে সব অধ্যয়নকারী বুক ব্যাংকে আসে তাদেরকে দেয়া ও তাদের চাহিদা মোতাবেক বইয়ের তালিকা অনুযায়ী বেশিরভাগ বই এ পর্যন্ত কেনা হয়েছে। অর্থাৎ পাঠকদের চাহিদা মোতাবেক বই এখানে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিদেশী পাঠকদের এমনকি স্থানীয় পাঠকদের চাহিদার বিরাট একটা অংশ আমরা মিটাতে পারি না। যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। সারা বছর ধরেই অনেক পাঠক ফিরে যায়। তারা তাদের প্রত্যাশিত গ্রন্থটি পায় না অনেক সময়। আমাদের কিছুই করার থাকে না। তিনি জানান, বিদেশী অসংখ্য শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বই তাদের কাছে রয়েছে। এগুলো কলেজ লেবেলের অনেক পাঠক অধ্যয়ন করতে পারে না। তাদের যদি এ ধরনের বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে হাতে দেয়া যেত, আমাদের শিক্ষার মান অনেক বাড়তো। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ পাঠক এখানে এসে লাভবান হচ্ছে। অনুবাদ করার ক্ষেত্রে বুক ব্যাংক থেকে বিভিন্ন সময়ে ব্যুরোর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পও জমা দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ২১ বছরে একটি গ্রন্থও অনুবাদ করে প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে তিনি জানান। তার মতে, শিক্ষাক্ষেত্রের বই গ্রন্থাগারে যেগুলো বিদেশী রয়েছে এসব বই অনুবাদ করতে পারলে বেশিরভাগই পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখন প্রয়োজন শুধু সরকারের। সংশ্লিষ্ট মহলের তথা আমলাদের সদিচ্ছা। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণেই দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারটির মাঝে অব্যবস্থা ও উন্নয়নে বাধা হয়ে আছে।